গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
এন্টি টেররিজম ইউনিট
বাড়ী নং-৩৫, সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ, ব্লক-কে,বারিধারা, ঢাকা-১২১২।
www.atu.police.gov.bd

স্মারক নং- পিআর ৭০/২১

তারিখ: ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ২৫ মে ২০২১ খিস্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয় ঃ এন্টি টেররিজম ইউনিট (এটিইউ) কর্তৃক ২০১৫ সালের রংপুর জেলার কাউনিয়া থানার চাঞ্চল্যকর খাদেম হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী জেএমবি'র ইসাবা গ্রুপের সদস্য আব্দুর রহমান @ চান্দু মিয়া গ্রেফতার।

এন্টি টেররিজম ইউনিট (এটিইউ) এর একটি দল দীর্ঘদিনের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ২৪ মে ২০২১ তারিখ ১৯.৩০ ঘটিকায় ঢাকা জেলার সাভার থানাধীন গেন্ডা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ২০১৫ সালের রংপুর জেলার কাউনিয়া থানার চাঞ্চল্যকর খাদেম রহমত আলী হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী এবং জেএমবি'র ইসাবা গ্রুপের সক্রিয় সদস্য আব্দুর রহমান @ চান্দু মিয়াকে গ্রেফতার করেছে।

খাদেম রহমত আলী হত্যা মামলা একটি চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলা। রহমত আলীর কাউনিয়া থানাধীন চৈতার মোড়ে একটি ঔষধের দোকান ছিল। ২০১৫ সালের ১০ নভেম্বর রাত আনুমানিক ১০.৩০ এর দিকে খাদেম রহমত আলী বাজার থেকে বাসায় ফেরার পথে জেএমবি সদস্যরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ও জবাই করে হত্যা করে। এই ঘটনায় নিহতের ছেলে অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামীদের বিরুদ্ধে কাউনিয়া থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

তদন্তে নেমে পুলিশ জেএমবি সদস্যদের দ্বারা এ হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হওয়ার প্রমাণ পায়। নিহত খাদেম রহমত আলী সুরেশ্বরী তরিকা পালন করতেন। তার বাড়ির পাশে তার পিতা-মাতার কবরকে মাজার ঘোষণা করে তিনি মাজার ও মসজিদ সংলগ্ন একটি দরবার শরীফ ঘর তৈরী করে প্রতি বৃহস্পতিবার সুরেশ্বরী তরিকত মোতাবেক অনুসারীদের নিয়ে জিকির করতেন। জেএমবি সদস্যদের দাবী মতে, রহমত আলী একজন ভণ্ড পীর, শিরককারী এবং দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তাকে হত্যা করা আবশ্যক।

ঘটনার তদন্ত শেষে ৩০ শে জুলাই ২০১৬ সালে তদন্তকারী কর্মকর্তা বিজ্ঞ আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। বিচার প্রক্রিয়া শেষে ১৮/০৩/২০১৮ সালে বিজ্ঞ আদালত রায় প্রদান করেন। বিজ্ঞ আদালত এ মামলায় ৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও প্রত্যেককে ২০,০০০/- হাজার টাকা জরিমানা করে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলো: ১) মোঃ মাসুদ রানা @ মন্ত্রী, পিতা- মোঃ আব্দুল মালেক, রংপুর, ২) বিজয় @ মোঃ মোহাদ্দেস আলী @ দর্জি, পিতা- মোঃ মুজিবুর রহমান ফকির, বগুড়া, ৩) মোঃ লিটন মিয়া @ রফিক, পিতা- ইসমাইল হোসেন, বগুড়া, ৪) মোঃ ইসাহাক আলী, পিতা- মৃত ময়েজ উদ্দিন, রংপুর, ৫) মোঃ চান্দু মিয়া @ আব্দুর রহমান, পিতা- মোঃ আবুল হোসেন, মাতা- কুলসুম বেগম, গ্রাম- সোমনারায়ন (তেলিপাড়া), থানা- পীরগাছা, জেলা- রংপুর, ৬) মোঃ সাখাওয়াত হোসেন @ শফিক, পিতা- আঃ রাজ্জাক, গাইবান্ধা, ৭) মোঃ সারোয়ার হোসাইন @ মিজান @ ড্রাইভার, পিতা- মৃত বুদা মন্ডল, দিনাজপুর। এ মামলায় **আব্দুর রহমান @ চান্দু মিয়া** ব্যতীত বাকী সবাই বিভিন্ন সময়ে গ্রেফতার হয়ে বর্তমানে জেলে রয়েছে। **আব্দুর রহমান @ চান্দু মিয়া** কৌশলে দীর্ঘ দিন ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে পালিয়ে ছিল। আসামী **আব্দুর রহমান @ চান্দু মিয়া**কে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, সে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন জেএমবি'র ইসাবা গ্রুপের একজন সক্রিয় সদস্য। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে জেএমবি'র কয়েকজন সদস্যর নাম জানা গেছে যারা বর্তমানে গোপনে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

রংপুর জেলার কাউনিয়া থানার মামলা নং-১০, তাং ১১/১১/১৫ ইং আব্দুর রহমান @ চান্দু মিয়া কে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

২৫/০৫/২০২১
(মোহাম্মদ আসলাম খান)
পুলিশ সুপার
(মিডিয়া অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস)
এন্টি টেররিজম ইউনিট,
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
E-mail: atu.spma@police.gov.bd